সমকাল

তারিখ 15 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ নিয়ে নয়ছয়, চাঁদাবাজি

■ সাব্বির নেওয়াজ

সারাদেশে সাতশ'র বেশি স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ নিয়ে নয়ছয় শুরু হয়েছে। এমপিরা দিনরাত দৌড়ঝাঁপ করছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। নিজ নিজ এলাকার প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করাতে তারা মরিয়া। অন্যদিকে জাতীয়করণ নিয়ে বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকেন্দ্রিক একশ্রেণীর প্রতারক। গড়ে উঠেছে দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেটও। তারা শুরু করেছে বেপরোয়া চাঁদাবাজি। বার বার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ও নানাভাবে সতর্ক করে মন্ত্রণালয় এই চাঁদাবাজি ঠেকাতে পারছে না। এদিকে ঢালাওভাবে কলেজ জাতীয়করণের বিরোধিতা করছেন বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষকরা। তারা মনে করছেন, এভাবে একের পর এক কলেজ জাতীয়করণ হলে বিপুলসংখ্যক শিক্ষক শিক্ষা ক্যাডারে আত্তীকরণ হবেন। এতে ভবিষ্যতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, পদোন্নতি ও পদায়ন নিয়ে তারা বিপাকে পড়বেন।

সংসদ সদস্যদের দৌড়ঝাঁপ

গড়ে উঠেছে দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেট

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, স্বাধীনতার পর মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে এবারই বিপুলসংখ্যক স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণ করছে সরকার। ইতিমধ্যে বেসরকারি ৩১৫টি মাধ্যমিক স্কুল ও ৩২১টি কলেজ জাতীয়করণের সুপারিশ সংক্রান্ত তালিকা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। এ তালিকা থেকে ২৬৩টি কলেজ ও ৭৯টি মাধ্যমিক স্কুল জাতীয়করণের ব্যাপারে নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু নিয়ে প্রতিমাসেই জাতীয়করণের প্রজ্ঞাপন জারি ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ এস মাহমুদ সমকালকে জানান, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে যেসব উপজেলায় কোনো সরকারি স্কুল বা কলেজ নেই, সেসব উপজেলায় একটি করে প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হচ্ছে। মাউশি থেকে জানা যায়, দেশে বর্তমানে ৩৩৫টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও ৩৩১টি কলেজ রয়েছে। তবে বেশিরভাগ উপজেলায় কোনো সরকারি স্কুল ও কলেজ নেই। সরকারিকরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতার সূচক বিবেচনা করা হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, বার্ষিক ও পাবলিক পরীক্ষাগুলোয় শিক্ষার্থীদের ফল, এমপিওভুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো, অবস্থানগত অবস্থা ইত্যাদি। উপজেলা সদরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলোয় এ ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বছর সরকারি বিদ্যালয় ও কলেজবিহীন উপজেলা সদরে একটি করে প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি কমিটি সরেজমিন পরিদর্শন করে স্কুল ও কলেজের দুটি আলাদা তালিকা ও ব্যয়ের সম্ভাব্য হিসাব সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জমা দেয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের জন্য একটি নীতিমালাও তৈরি হয়েছে।

নানা অভিযোগ : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বাধীন এ সংক্রান্ত কমিটির তৈরি করা স্কুল-কলেজের তালিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন একাধিক সংসদ সদস্য। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দেওয়া বিভিন্ন সময়ের নির্দেশনাও পাশ কাটানোর অভিযোগ তুলেছেন তারা। স্কুল-কলেজ জাতীয়করণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তরের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে জাতীয়করণের নতুন তালিকা ও কাজের গতির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সংসদ সদস্যরা। অভিযোগ উঠেছে, ৩১৫ মডেল প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাধান্য দেওয়ার নামে কয়েকটি প্রশ্নবিদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অপরদিকে কলেজের তালিকা তৈরিতেও নানা ছলচাতুরির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

সমকালের অনুসন্ধানেও দেশের অন্তত ২০টি উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ নিয়ে অনিয়ম ও বৈষম্য দেখা গেছে। এর প্রতিবাদে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ক্ষোভ-বিক্ষোভ চলছে। টাঙ্গাইলের গোপালপুরে হরতালও পালিত হয়েছে। এমপিওভুক্ত নয় এমন বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের তালিকায় রয়েছে। আবার পুরনো ও নাম করা কলেজ বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত নবীন, এমনকি শতভাগ ফেল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও এ তালিকায় রাখা হয়েছে। জাতীয়করণবঞ্চিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, রাজনৈতিক বিবেচনায় কিংবা ঘুষ লেনদেনের মাধ্যমে কিছু স্কুল-কলেজকে জাতীয়করণের তালিকায় স্থান পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা জানান, ৪৮ বছরের পুরনো ৩৩ বিঘা জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত জামালপুরের সরিষাবাড়ী কলেজকে সরকারিকরণ করা হয়নি। অথচ পাশেই একটি নতুন কলেজকে জাতীয়করণ করা হয়েছে। জাতীয়করণের জন্য নির্বাচিত নতুন কলেজটি উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের; এই কলেজ মাত্র ৩৪ শতক সরকারি খাসজমিতে স্থাপিত। ২০১০ সালে এমপিও হওয়া এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী হাতেগোনা ১৩৫ জন ও শিক্ষক ১৬ জন। একইভাবে টাঙ্গাইলের বাসাইলে ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত জোবেদা রুবেয়া মহিলা কলেজ তালিকায় রাখা হয়েছে। এই কলেজ এমপিওভুক্ত হয়নি। অথচ পুরনো এমদাদ হামিদা ডিগ্রি কলেজকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী ডিগ্রি কলেজকে বাদ দিয়ে নন-এমপিওভুক্ত সাইফুর রহমান কলেজ জাতীয়করণ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, যেসব উপজেলায় সরকারি কলেজ নেই সেখানকার একটি কলেজকে সরকারি করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সেরা বেসরকারি কলেজকে নির্বাচিত করা হয়েছে। আরও বেশ কিছু বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি স্থানীয় সংসদ সদস্যের মতকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বেপরোয়া চাঁদাবাজি : স্কুল-কলেজ জাতীয়করণের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর একশ্রেনির দুর্নীতিবাজ মহল থেকে বেপরোয়া চাঁদাবাজি শুরু হয়েছে। দেখা গেছে, স্থানীয় ও জাতীয় দুইভাবে চাঁদাবাজি চলছে। স্থানীয় সংসদ সদস্যের নাম ভাঙিয়ে বা কোনো নেতাদের নামে প্রতিষ্ঠান থেকে চাঁদা ওঠানো হচ্ছে। আবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা মাউশির নামেও টাকা আদায় করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত তিন দফায় সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর বাইরে একজন সাবেক শিক্ষা সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও মাউশির ৬ জন কর্মকর্তাকে দূরবর্তী স্থানে বদলি করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, তারাও নানা অভিযোগ পাচ্ছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, ভবন নির্মাণ, এমপিওভুক্তি, বিষয় চালু, প্রকল্প অনুমোদনসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কাজের কথা বলে কোনো প্রতারক চক্র টাকা চাইলে তাদের ধরে পুলিশে দিতে হবে। এগুলো মন্ত্রণালয়ের রুটিন কাজ। এ জন্য টাকা-পয়সা লাগে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো কর্মকর্তা অর্থ নিয়েছেন– তার প্রমাণ মিললে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের আপত্তি : নতুন জাতীয়করণ করা কলেজগুলো যুক্ত হলে দেশে সরকারি কলেজের সংখ্যা হবে ৫৩৪। এতে প্রায় সাড়ে ১০ হাজার শিক্ষক আত্তীকরণের মাধ্যমে সরকারি কলেজে চাকরির সুযোগ পাবেন। তবে এক্ষেত্রে বিরোধিতা করছে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি। এ সমিতি নতুন জাতীয়করণ হতে যাওয়া ২৬৩টি কলেজের শিক্ষকদের নন-ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে, জাতীয়করণের লক্ষ্যে অনুমোদিত কলেজ শিক্ষকরা সরকারি কলেজের শিক্ষকদের সমান সুবিধা দাবি করেছেন। পাশাপাশি যেদিন থেকে তারা চাকরি শুরু করেছেন, ওইদিন থেকেই জ্যেষ্ঠতা গণনারও দাবি জানিয়েছেন। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। সরকারি বিধান অনুসারে জাতীয়করণের আগে কোনো শিক্ষক চার বছরের কম চাকরি করলে সেই মেয়াদ গণ্য করা হবে না। কমপক্ষে চার বছর বা তার বেশি চাকরি করলে মোট চাকরিকালের অর্ধেক গণ্য করা হবে। আর কোনো শিক্ষকের সরকারি হিসাবে নিয়মিতকরণের আদেশ দেওয়ার তারিখ থেকে তার ক্যাডারের প্রভাষক পদে জ্যেষ্ঠতা গণনা করা হবে। তিনি ক্যাডারের প্রভাষক পদে নিয়োগকৃত সর্বশেষ কর্মকর্তার নিচে অবস্থান করবেন।

জাতীয়করণের লক্ষ্যে অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও গাজীপুরের শ্রীপুর মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলী কলেজের অধ্যক্ষ নূরুন্নবী আকন্দ সমকালকে বলেন, 'সর্বশেষ ৩৪তম বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডারে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এখন আগামী বছর যদি ২৬৪ কলেজ সরকারিকরণ ও আমাদের চাকরি আত্তীকরণ হয়, তাহলে আমাদের অবস্থান থাকবে তাদেরও নিচে। অথচ জাতীয়করণের লক্ষ্যে অনুমোদিত অধিকাংশ কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও সিনিয়র শিক্ষকদের চাকরিকাল শেষের দিকে। অর্থাৎ আমাদের ছাত্ররা অনেকেই বিসিএস দিয়ে চাকরি করছেন। দীর্ঘ ২৫ থেকে ৩০ বছর চাকরি করার পর আমাদের চাকরি করতে হবে আমাদেরই ছাত্রদের অধীনে। তাই আমাদের দাবি, যেদিন থেকে চাকরি শুরু করেছি, সেদিন থেকেই আমাদের জ্যেষ্ঠতা গণনা করা হোক।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার সমকালকে বলেন, 'সরকারের জাতীয়করণ নীতির সঙ্গে আমরাও একমত। তবে জাতীয়করণ হওয়া কলেজের শিক্ষকদের ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তি আমরা মেনে নেব না। জাতীয়করণ হওয়া বিপুলসংখ্যক শিক্ষককে আমাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। পদোন্নতি ও বদলিতে ঝামেলার সৃষ্টি হবে।